সব্যসাচী সান্যালের কবিতা

কান্নুরে লেখা টেক্সট...

(কৃতজ্ঞতাঃ জর্জ অপেন [1908-1984])

১

যখন আমার নিজস্ব একক,   যুগপৎ
বিস্মিত ও বিমূঢ়–ঠিক তখনই
অগণ্য হয়ে ওঠার কথা ভাবি। অথচ
চারটি দেয়াল, আর ছাদ যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
অতীত ঢুকে আছে,
সারাদিন ভ্যাপসা সেই গন্ধ, যার সামনে
কীটনাশককেও আজকাল পবিত্র মনে হয়
এই আমার মধ্যবিত্তের বাড়ি
যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার আর জো নেই

কালো চতুষ্কোণ আমার অবয়ব
কালো চতুষ্কোণ ইন্দ্রিয় সমস্ত, আর ইমোশন
কালো আকাশে কালো ঘুড়িখানা উড়ছে তো উড়ছেই
কেউ তাকে কাটার সাহস খুঁজেই পাচ্ছে না।

২

রাস্তার ধারে, দোকানগুলো কুঁকড়ে উঠেছে
যেন কেউ এক মরুভূমি লেলিয়ে দিয়েছে
যে, পরবের দিন কুটু আটা, পানিফলের স্টার্চ কিনতে
যৎসামান্য ঐ দোকানে ঢুকল, তার পবিত্রতা, ক্ষারের তীব্রতা
আমার ভাতের হাঁড়িতে ঢুকে গেল...

অথচ আমি কাঠগুড়ির গন্ধ আর সারা দুপুর র‍্যাঁদা ঘষার
শব্দ চেয়েছিলাম–যা, আদতে শিশুর ভাষার মত
চূর্ণ আর একঘেয়ে, যাকে দুর্বল মুহূর্তগুলিতে
স্নেহের এক মণ্ড বানিয়ে ফেলা যায়
বাঁজা এক ‘বায়ুর’ গাছের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে
ফুলের প্রার্থনা রাখা যায়
কাঠের খোল ফাটিয়ে উদ্ভাসিত সেই কণকচম্পা
যার চওড়া পাতার ওপর তামাক শুকাচ্ছে
লুঙ্গি পরিহিত মেয়ে-মরদ
অপাঙ্গে একে অপরকে মেপে নিচ্ছে

গীর্জার চূড়ায় ওই তো, মেঘ গেঁথে গেলো।

৩

লোনা হাওয়া, যদি বলো, সে ক্ষইয়ে দেবে
এয়ার কন্ডিশনার, লোহার ফ্রেম, আর খিড়কির তালা
মানুষ পালিয়ে যায়, সেইখানে, যেখানে জোয়ারে জমা
আর ভাটায় ফিরতে না পারা জলের এক তিরতিরে বৃত্তের পাশে
ফাঁকা অকেজো হুইল চেয়ারখানি পড়ে আছে

আমরা যারা ভীত, তারা ভয়ের কিছুটা চিনি
যারা আকস্মিক হাততালি দিই, তারা কিছুটা চিনি সুন্দরকে
বহুদিন-মৃত-মানুষের গর্ব যা যা ছিল, তার কিছুটাকে আন্দাজ করি
আর সেই খোপে নিজেদের গলিয়ে দিতে চাই

প্রায় দু’ মাইল লম্বা এই তট, শীর্ণ, যার শুরু এক টিলায়
আর শেষ এক বহুতল দেবতাপ্রাসাদে
টিলার কাছে মেছোগন্ধ, জালগুলি শুকাচ্ছে...
ঝিনুকখোলে শাঁস খুঁজে বেড়াচ্ছে কুকুরের পাল
সূর্য ওঠার ঠিক আগে, স্বাস্থ্যকামী মানুষেরা, ঘনঘন
আকাশ দেখছে, আকাশে নিজেদের পায়ের ছাপগুলি খুঁজছে...

৪

যখন খুলির ভেতরে বিষয়ের লেশমাত্র নেই

তখন সমুদ্রে এসেছি, পুনরাবৃত্তি খুঁজতে

পুনরাবৃত্তি যা আমাদের নিরাপত্তা দেবে

এই বিশ্বাসে, ঝড় ঘটে যাওয়ার পর,

মাটির দেয়ালে

তালপাতার ছাউনি চড়েছে

কালো ঝিনুকের শাঁস চুল্লিতে

পেকে রাবার হয়ে উঠল

সে রাবার জিভে ঘষে শহরের স্মৃতি মুছে

ফেলতে চেয়েছি···

তোমার প্রেক্ষাপট আর যৌনতায়

প্রোথিত সামাজিক ধারণাগুলো···

ঘোলাটে চোখ নিয়ে, ছাগল একটি

দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁঠাল গাছের নিচে

তার দৃষ্টির আঘাতে, আকাশ থেকে

একটি গাংচিল হঠাৎ খসে পড়ল···

সূর্যাস্তের অপেক্ষায় ভীড় করা কিনারাবর্তী

মানুষজন তখন চোখ বুজে ফেলেছে

৫

যেসমস্ত বস্তু আমাদের ঘিরে রয়েছে, তাদের

চিনতে পারলে হয়ত, নিজেকেও চিনে ফেলা যাবে

কাচের পাত্রগুলি স্বপ্নের মধ্যে

ভেঙে পড়ে না কখনো

পাত্রীদের কথা আলাদা, তারা

কোনোদিন স্বচ্ছ ছিল না

যে কোনো শহরই অন্য যেকোন শহরের মত

তামার তারের ওপর পলিমারের ইনসুলেশান

যা ভেতর বা বাইরের তাপে

জ্বলে উঠতে অক্ষম

তবে খণ্ড খণ্ড কোন স্বপ্নের ভেতর সেই খোলস গলে গেলে

বিদ্যুৎ-বাহীতার আঁচ আমিও পেয়েছি

আমি, আমরা-- যারা, নানাভাবে উদ্ধার চেয়েছি

আর যারা উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতর নিতান্ত বেকুব হয়ে রয়েছি...

৬

উপকুলবর্তী মানুষের আয়নাগুলি
আঞ্চলিক ভাষার মত সত্য ও অনিত্য
আয়নার ভেতরের মানুষটি
যাকে তুমি আলগা রেখেছ,
নিজের থেকে আলাদা করে রেখেছ
তার পারদ ক্ষয়ে আসছে
প্রতিফলিত দেয়াল, হ্যাঙার, টি-শার্ট, সমস্ত...

আর ক্ষয় মানে, একটা অপ্রত্যাশিত অ্যাঙ্গেল
শানিয়ে ওঠা–

মাছ কাটতে আর কীইবা লাগে...।

হয়ত এ’ সমস্তই প্রেমের কবিতা

এই যে অস্তিত্ব নিয়ে নাড়া-চাড়া

অসারতা অনিবার্য জেনেও, বুঝতে চাওয়া

এমন এক শহরের কথা–যাকে

নিজের ভেতর বয়ে বেড়াচ্ছি,

আর চারপাশের সঙ্গে

কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

অথচ এও ভাবতে ভাল লাগে

আমি না হলেও

চেনা-পরিচিত মানুষেরা

এ চত্বরে, শান্তিতেই থাকে

নাইট শো-তে সিনেমা দেখে

বেমক্কা শিস দিয়ে ওঠে...

আর আমি কিছুটা হলেও

এক বোঝাপড়ার মাধ্যমে

খানিকটা বাধ্যতা, আর আপোষের মাধ্যমে

তাদের শান্তিকে অব্যাহত রাখছি

ভালোবাসা তো আর গোলাবারুদ নয়, বরং

অভ্যাসে পরিণত হওয়া এক চিরাচরিৎ প্রসূন

ওই তার আবর্জনার স্তূপ পেরিয়ে উঁকি...

ওই তার শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফিকির

৮

অফিসফেরতা ঢলের বিপরীতে

যে মেয়েটি ধাক্কা খেলো-- সে ভাষা

আমি তার মা’ কে চিনি না

পিতাকেও না...

আর্তি

যখন অবিশ্বাস্য এক আলোর মধ্য দিয়ে

জলের দিকে নেমে যাই

এটুকু প্রত্যাশা থাকে

সততই যদি সে জল

--পা দুটি ভিজুক

ভাষা নামের মেয়েটি

যে কোষের পর কোষ জুড়ে

নিজেকে বানাচ্ছে

সে তার জলকেও ছেনি-হাতুড়িতে কুঁদে

নিষ্কৃতি দিচ্ছে,

পাথরের সঙ্গে কথা বলে উঠছে সে

ভাঙনের সঙ্গে কথা বলে উঠছে

সব্যসাচী সান্যাল পেশায় আণবিক জীববিজ্ঞানী। প্রায় ৪০ বছরের লেখালিখির জীবনে এক ডজনের ওপর কবিতা ও গদ্যের বই প্রকাশিত। ভারতের নানা শহর, কোরিয়া ও সুইডেনে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে গত ১৮ বছর লখনৌ-এ থিতু। কৌরবের পরিবিষয়ী কবিতা আন্দোলনের সাথী। মূলধারার কাগজে লেখালিখি প্রায় নেই।